(৩) সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ :

২০২০ পরবর্তী বৈশিক করোনা পরিস্থিতি সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেয়। পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা উদ্দিষ্ট জনগনের কাছে পৌছানো ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ ও ঝুকির কাজ ছিল। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে উদ্দীষ্ট জনগোষ্টীকে সেবা প্রদান করছে। সক্ষম দম্পতিদের জন্য কোথাও পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর কোন পদ্ধতির ঘাটতি হয়নি এবং সেবা কেন্দ্র থেকেও যথাযথ সেবা চালু রাখা সম্ভব হয়েছে।এই জেলায় মাঠ পর্যায়ে সেবাদান কারীদের স্বল্পতা বিভাগীয় কাজ কে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। ইতোমধ্যে ৮২ জনকে নিয়োগের নিমিত্ত চুড়ান্ত ফলাফল ঘোষিত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

০১. মাঠ পর্যায়ে সেবা কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে নতুন মাঠকর্মী নিয়োগ।
০২. ২৪/৭ কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাভাবিক ডেলিভারী বৃদ্ধি করা এবং বাড়ীতে ডেলিভারী কমিয়ে আনা।
০৩. কিশোর কিশোরী স্বাস্থ্য সেবা কর্ণার গুলোকে আরো কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা।
০৪. শতভাগ গর্ভবতী মাকে রেজিষ্টেশনের আওতায় নিয়ে আসা এবং এএনসি নিশ্চিত করা।
০৫. স্যাটেলাইট ক্লিনিক গুলোকে যথাযথ ভাবে সংগঠিত করা।
০৬. স্কুল স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমকে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা।
০৭. ই-রেজিষ্টেশনে ব্যবহৃত পুরানো ট্যাব গুলোকে পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করা।
০৮. স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে এলএপিএম এর অনুপাত বাড়ানো।
০৯. অনলাইন ও ডিজিটাল মনিটরিং আরোও নিবিড় ভাবে করা।
১০. দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরীর জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষনের আয়োজন করা।

*২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য অর্জনসমূহ :

০১. মোট প্রজনন হার ১.৬ স্থির রাখা।
০২. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৮০% তে উন্নীত করা।
০৩. গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন সেবা গ্রহনের হার ১০০% এ উন্নীত করা।
০৪. প্রাতিষ্ঠানিক স্বাভাবিক ডেলিভারীর সংখ্যা ৭০০ এ উন্নীত করা।
০৫. ঝিনাইদহ জেলায় শিশু মৃত্যুর হার ন্যুনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা।
০৬. বাড়ীতে ডেলিভারী ৫০% থেকে ৪০% এ নামিয়ে আনা।

(তথ্য সূত্রঃ এম আই এস পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বিবিএস)